দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... FEB. 13 2000 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬ .....

34

সৃজনশীল বইয়ের সংখ্যা ৫০ ভাগ বেড়েছে

হাসান হাফিজ

একুশের বইমেলায় এবার সৃজনশীল গ্রন্থের সংখ্যা গত বছরের চেয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ বেশি হচ্ছে। শনিবার মেলার বয়স হয়েছে সাত দিন। প্রথম সপ্তাহেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বই প্রকাশিত হয়ে গেছে। নেতৃস্থানীয় প্রকাশকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল— এবার তাঁরা বেশিসংখ্যক বই প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন, কারণ এবারই প্রথম শহীদ দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী। এছাড়া নতুন শতাব্দীর সূচনা উপলক্ষেও তাঁরা বেশিসংখ্যক

বইমেলা

বই প্রকাশনার কাজে হাত দিয়েছেন। বেসরকারী খাতের প্রকাশকরাই এক্ষেত্রে মূল অগ্রণী। সরকারী অর্থে পরিচালিত

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

সৃজনশীল বইয়ের

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রয়েছে। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বই বের করছে অন্যপ্রকাশ। এবার তাদের লক্ষ্যমাত্রা ১০০টি নতুন বই। গতবার প্রকাশিত হয়েছিল ৬২টি বই। আগামী প্রকাশনীর এবারকার টার্গেট ৮০টি বই। গতবার বেরিয়েছিল ৬২টি। সময় প্রকাশন থেকে বেরুচ্ছে ৫০টি নতুন বই। গতবার এই সংস্থা বের করেছিল ২৭টি নতুন বই। প্রকাশনা সংস্থা 'অনন্যা' এবার নতুন বই বের করছে ৫৫টি। গতবছর এই সংখ্যা ছিল ২৬টি। অনন্যার স্বত্বাধিকারী মনিরুল হক জানালেন, মেলার প্রথম সাত দিনের মধ্যেই তাদের ৩৫টি বই প্রকাশিত হয়ে গেছে। বাকিগুলোর প্রকাশনা ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সম্পন্ন হবে। বইমেলায় বিক্রি 'আশানুরূপ' বলে তিনি জানান। দিব্যপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী কথাশিল্পী মঈনুল আহসান সাবের জানান, এবার তাঁদের টার্গেট ২৯। গতবছর বেরিয়েছিল ১৩টি নতুন বই। বাংলা একাডেমীর লক্ষ্যমাত্রা ৩৯টি নতুন বই। গতকাল শনিবার পর্যন্ত ক'টি বেরিয়েছে সেই তথ্য স্বয়ং মহাপরিচালক, বিক্রয়োন্নয়ন বিভাগের উপ-পরিচালক, জনসংযোগ বিভাগেরও কেউ দিতে পারেননি। স্বল্প পুঁজির প্রকাশকরাও যে যার সাধ্যমতো বেশিসংখ্যক বই প্রকাশ করছেন এবার।

আড্ডা ও মিলনমেলা

বাংলা একাডেমীর বইমেলা মঞ্চে প্রতিদিন বিকালে আলোচনা অনুষ্ঠান হচ্ছে। রোজ সন্ধ্যায়ই থাকছে সঙ্গীতানুষ্ঠান। আলোচনায় যথারীতি শ্রোতা-দর্শকের সংখ্যা কম। আসনের বেশিরভাগই থাকছে ফাঁকা। সন্ধ্যার সঙ্গীতানুষ্ঠানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে উপচে পড়া ভিড়। জনসমাগম বেশি ঘটছে সন্ধ্যার পর। রাত ৯ টায় মেলা বন্ধ হয়ে যায়। শীতের রাতেও শেষ অবধি ক্রেতা লেখক পাঠকের কমবেশি ভিড় থাকছে বাংলা একাডেমীর অঙ্গনের বিভিন্ন জায়গায়।

সিনিয়র প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মেলায় বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। তুলনামূলকভাবে নবীন তরুণ লিখিয়েদের উৎসাহ-উদ্দীপনাই মেলাকে ঘিরে বেশি। একাডেমীর সামনের রাস্তায় আলো অপর্যাপ্ত। একপাশের সোডিয়াম লাইটের মাত্র চারটি জ্বলে, বাকি ১৫/২০টি অকেজো। এ ব্যাপারে একাডেমীর মহাপরিচালক বলেন, 'এ দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের। বইমেলাকে পলিথিন ও ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হলেও ব্যত্যয় দেখা যাচ্ছে। প্রথম সাত দিনে মেলার পরিবেশ শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ছিল।

বইয়ের প্যাকেট ছিনতাই

তরুণ লেখক সোহেল আমিন বাবুর নতুন বই 'খোকা দেয় হাততালি খুকু দেয় শীস' ছিনতাই হয়েছে। গতকাল শনিবারই বইটি প্রকাশিত হয়। লেখক ৫শ' বই বইমেলার স্টলে দিয়েছেন। বাকি ১০০০ বই প্যাকিং করে তিনি নিজ জেলা কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রিক্সাযোগে গাবতলী যাচ্ছিলেন। শ্যামলী হলের কাছে দুর্বৃত্তরা তার বই ছিনতাই করে নেয়। তাকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। এ ব্যাপারে মোহা...